ফসলেরনাম : **দারুচিনি**

ছবিসহ জাতের নাম : **বারি দারুচিনি -১**

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট : **এ জাতটি ভাল বৃদ্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন, আকর্ষনীয় বাদামী রঙ্গের মধ্যম পুরুবাকল (৩-৪ মি.মি., ১১.৬৭ গ্রাম/১০০ ব.সে.মি.) উচ্চফলনশীল (৭০০-৮০০ গ্রাম/গাছবা ৩৫০-৪০০ কেজি/হে.)। উচ্চপুষ্টিমান, ওষধি গুন সম্পন্ন, ভাল সুগন্ধ যুক্ত, মাঝারি ঝাঁঝ ও মিষ্টতা যুক্ত সঠিক দারুচিনি জাত।**

উপযোগী এলাকা : **দেশের সকল উঁচু জমিতে বারি দারুচিনি -১ এর চাষ করা যায়। এ জাতটি খরা, লবনাক্ততা, রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সহনশীল হওয়ায় খরা প্রবণ, লবনাক্ত ও পার্বত্য এলাকাসহ সকল বনাঞ্চলে ও বসত বাড়ির আশে পাশের ফেলনা/ পতিত জমিতে বারি দারুচিনি -১ ভালভাবে চাষ করা যায়।**

বপনের সময় : **বৈশাখ (মধ্যএপ্রিল) থেকে শ্রাবন মাস (মধ্যআগস্ট) পর্যন্ত লাগানো যায়।**

মাড়াইয়ের সময় : **মাঘ (মধ্য ফেব্রুয়ারী) –চৈত্র (মধ্যএপ্রিল) উত্তম সময় তবে শুকনা আবহাওয়ায় সারা বছর দারচিনির বাকল সঙ্গ্রহ ও প্রক্রিয়া জাত করা যায়।**

ছবিসহ রোগ বালাই : **এ জাতটি রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সহনশীল।**

রোগ বালাই দমন ব্যবস্থা : **তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না।**

ছবিসহ পেকামাকড় : **এ জাতটি রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সহনশীল।**

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থা: তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না।

সার ব্যবস্থাপনা : **রোপনের আগে প্রতি গর্তে ২/৩ কেজি পচা গোবর সার, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম জিপসাম ও ১০ গ্রাম ইউরিয়া সারে দিয়ে ভরাট করে রেখে সাত দিন পরে চারা রোপন করতে হবে। পরবর্তীতে বর্ষার শুরু ও শেষ দিকে গাছ প্রতি ২০ গ্রাম টিএসপি ২০ গ্রাম এমওপি ও ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়ম বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের মাত্রা বাড়াতে হবে।**

আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে প্রতিটি **দারুচিনি** গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স		
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮ বছরথেকে
গোবর/কম্পোস্ট	২-৩	৩-৪	৪-৫
ইউরিয়া(গ্রাম)	২০-৩০	৪০-৬০	৬০-১০০
টি এস পি (গ্রাম)	৪০-৬০	৬০-১০০	১০০-১৫০
এম ও পি (গ্রাম)	৪০-৬০	৬০-১০০	১০০-১৫০

সবটুকু সার ২ ভাগ করে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ও ভাদ্র-আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।